পদ্মা সেতুতে সুবিধা পাবে মেহেরপুরের সব্জি ও কৃষি পণ্য

পদ্মা সেতু খুলে দেওয়াকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত মেহেরপুরের কৃষক ও কৃষির সাথে জড়িত ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। সেতু চালু হওয়ার পর এ জেলার কৃষিক্ষেত্রে আনবে কৃষি বিপ্লব। জেলার কৃষক ও কৃষি পণ্য ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হবে।

কৃষি সমৃদ্ধ জেলা মেহেরপুর থেকে সহজেই ঢাকা পৌঁছে যাবে যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাক। সারাদেশের সঙ্গে বিশেষ করে চিটাগাং সিলেটসহ দ্রুত যোগাযোগ হবে। আর ওই সব অঞ্চলের মানুষের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে। ভাল যোগাযোগের ফলে মেহেরপুর বাসির ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুলবে নতুন দুয়ার। উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত হবে জেলার মানুষ। জেলাবাসির জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে পদ্মা সেতু। এছাড়াও পদ্মা সেতুর কারণে দির্ঘদিনের আরিচা ঘাটের জ্যাম থেকেও মুক্তি পাবে এ এলাকার মানুষ। বিশেষজ্ঞরা জানান, মেহেরপুর জেলার জেলার কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন।এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে কৃষি ও পরিবহন খাত।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলার শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বলেন, পদ্মা সেতুর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসবে অভাবনীয় সাফল্য। মেহেরপুর জেলা থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার সাথেই সরাসরি বাড়বে যোগাযোগ। ফলে ঢাকা, চিটাগাং, সিলেটসহ অন্যান্য জেলার ক্রেতারা এ জেলার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কৃষি পণ্য কিনবেন। যার ফলে কৃষকরা লাভবান হবেন আগের তুলনায় বেশী। এক শ্রেনীর মধ্যস্বত্বভোগীরা আমাদের কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে পণ্য কিনে নিয়ে যায়। যখন কৃষকরা সরাসরি মুল কৃষি মার্কেটের সাথে সম্পৃক্ত হবেন তখন তারা দামটাও ভাল পাবেন। তিনি আরও বলেন, উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত হবে মেহেরপুর জেলাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। মানুষের জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে পদ্মা সেতু। তিনি বলেন, কৃষকদের কাছ থেকে পাইকাররা সরাসরি কাঁচা মাল কিনে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছেন। এর ফলে আমাদের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মধ্যস্বত্বভোগীরা ভোগ করছেন কৃষকের উৎপাদিত ফসলের লাভ। পদ্মা সেতু চাল হলে কৃষকরা যেমন লাভবান হবেন

ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন। বিশেষ করে কৃষকরা ইচ্ছে করলে নিজেরাই খুব সহজেই দেশের বড় বড় মার্কেটগুলোতে নিজেদের সব্জী বিক্রি করতে পারবেন।

মেহেরপুর ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, পদ্মা সেতুকে ঘিরে জেলার মানুষের ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দুয়ার খুলবে। এটা আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ হলে এলাকার সব্জী ফসল সঠিক সময়ে ঢাকা, চিটাগাংসহ অন্যান্য জেলাতে দ্রুত পৌছে যাবে। তিনি বলেন, এতদিন ফেরি পারাপার হয়ে ঢাকায় যেতে পাটুরিয়া ঘাটে জ্যামে পড়ে দিনের পর দিন সেখানে অপেক্ষা করতে হতো। সব্জী পচে যাওয়ায় অনেক সময় কৃষক বা ফঁড়িয়া ব্যবসায়ীরা আমাদের ট্রাকের ভাড়া দিতে চাইতো না। ফেরি পারাপারে দেরী হওয়ার ফলে সঠিক সময়ে তারা বাজার ধরতে পারতো না। তাই ব্যবসায়ীরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। পদ্মা সেতু চালু হলে শুধু কৃষকরাই নয় আর্থিকভাবে পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন।

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোহা: হানিফ উদ্দীন বলেন, পদ্মা সেতু আমাদের জেলার কৃষকদের জন্য নতুন দিগন্তের দার খুলবে। আমরা এতদিন কাঁচামাল নিয়ে পাটুরিয়া ফেরি ঘাটে যে জ্যামের শিকার হতাম, সেটা দুর হবে। সেতুটি খুলে দেওয়ার সাথে সাথে যশোর, বেনাপোল, খুলনাসহ ওই এলাকার গাড়িগুলো সরাসরি সেতু হয়ে যাবে। তখন পাটুরিয়া ঘাটে জ্যামটাও কেটে যাবে। আমাদের গাড়িগুলোর ফেরি সুবিধাও বাড়বে এছাড়া আমরা সেতু হয়ে সরাসরি ঢাকা চিটাগাং, সিলেট বা অন্যান্য জেলাতে কৃষি পণ্যগুলো নিয়ে যেতে পারবো। তিনি বলেন মেহেরপুর জেলা থেকে সাধারণত, কাঁচা মরিচ, সীম, বেগুন, আলু, পটল, কচু, শসা, আম, কাঁঠালসহ বিভিন্ন ধরণের শাকসব্জি যায়। সেতুটির কারণে আমাদের জেলার মানুষ সরাসরি এবং সহজেই ঢাকাতে পৌছাতে পারবে।

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের সব্জি চাষী মহিবুল ইসলাম ও তহসেন আলী বলেন, সারা বছরই এ গ্রামের কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের সব্জি, তরমুজ ও বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্য উৎপাদন করে থাকেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারণে এতদিন মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে জিম্মি ছিলেন এলাকার শত শত সব্জী চাষী। তারা বলেন, পাইকাররা আমাদের জমি থেকেই সরাসরি সব্জিসহ অন্যান্য ফসল কিনে নিয়ে যেতো। তাতে আমাদের লাভ কম হতো। নিজেরা ঢাকাতে সব্জী নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেও ফেরি ঘাটের জ্যামের কারণে অনেক সময় সব্জী নিয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতো। যে কারণে অনেকেই ঝুঁকি নিতে চাননা। পদ্মা

সেতু চালু হলে আমাদের ফসল আমরা নিজেরাই ঢাকা শহর বা চিটাগাং ও সিলেটে নিয়ে যাবো। মাঠে ফসল ফলাই আমরা সাধারণ কৃষক আর মাঝখানে লাভ করে মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, পদ্ম সেতু সারা বাংলাদেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় দিগন্ত উন্মেচন করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। পদ্মা সেতুর কারণে, মেহেরপুরের সব্জি, ধান, পাটসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই যুক্ত হবে জাতীয় অর্থনীতির সাথে। ফলে মেহেরপুর জেলার কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে।

তিনি বলেন, মেহেরপুরে রয়েছে ফসল চাষের বিস্তীর্ণ জমি। শাকসবজি ও আম, কাঁঠাল উৎপাদনের জন্য এসব জমি খুব উপযোগী। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত হবে। যে কারণে ফসলের পচনশীলতা হ্রাস পাবে। কৃষকরা ভাল লাভ পেলে বিভিন্ন শাকসবজি এবং বিশেষ করে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ ও রসুনের উৎপাদন বাড়বে জেলায়। এতদিন উৎপাদিত পণ্য বিপণনের দুর্ভোগ ছিল। এসব কারণে ওই অঞ্চলে শস্য নিবিড়তা অপেক্ষাকৃত কম। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ অঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের অভিপ্রায় সফল হবে। নতুন প্রযুক্তি ধারণ ত্বরান্বিত হবে। দ্রুত বেড়ে যাবে শস্যের উৎপাদন। গড়ে উঠবে কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা। তাতে মানুষের কর্মসংস্থান হবে, বাড়বে আয়। এ জেলায় পাটচাষেও কৃষকদের আগ্রহ বাড়বে। বাড়বে উৎপাদন। গড়ে উঠবে পাটভিত্তিক শিল্প কলকারখানাও।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান মন্ত্রীর কাছে দাবী করেন, পদ্মা সেতুর পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণের। দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ঘাটে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মিত হলে রাজবাড়ি, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধমে উন্নিত সাধিত হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত মেয়র কে ফুলেল শুভেচ্ছা

মাহফুজুর রহমান রিটন দ্বিতীয়বার মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ তাকে রিটনের বাসভবনে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তারা।

এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়দার আলী খাঁন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা উমেদুল ইসলাম ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে দোকান বরাদ্দের টাকা ফেরতের দাবিতে মানববন্ধন

সিকিউরিটির টাকা ফেরৎ পেতে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন কেদারগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীরা।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টারর সময় এ মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, ফারুক মল্লিক, মুদি ব্যবসায়ী শাহীন আলী, তুহিন আলীসহ বাজারের বিভিন্ন মানুষ মানববন্ধনে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে কেদারগঞ্জ বাজারে মার্কেট তৈরীর ঘোষণা দেই মেহেরপুর জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদকে সিকিউরিটির নাম করে কেদারগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি

কুতুব উদ্দিন মল্লিক কেদারগঞ্জ বাজারের ২২ জন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জন প্রতি ৩ ও ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত সিকিউরিটির টাকা নেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের সেই টাকা জেলা পরিষদে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন বলে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন।ব্যবসায়ীরা তাদের সেই সিকিউরিটির টাকা ফেরত পেতে এর আগে কুতুব উদ্দীনের বিরুদ্ধে নানা ধরণের কর্মসূচী পালন করেন।

মানববন্ধন শেষে তারা মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট স্বারকলিপি প্রদান করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন ২৭ জুলাই

মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৭ জুলাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আজ বুধবার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো: আবু আনছার এ তফসিল ঘোষণা করেন। তফসিলে ২৮ জুন মনোনয়নপত্র জমা, ৩০ জুন মনোনয়ন বাছাই, ৭ জুলাই প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে পদত্যাগ করলে পদটি শুন্য হয়। শুন্যপদের জন্য উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়।

নবনির্বাচিত মেয়র রিটনকে পরিবেশক সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন

মাহফুজুর রহমান রিটন দ্বিতীয়বার মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুর পরিবেশক সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্ন জানিয়েছেন।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর পরই জেলা পরিবেশক সমিতির পক্ষ তাকে রিটনের নির্বাচনী কার্যালয়ে এসে তাকে অভিনন্দন জানান তারা।

পরিবেশক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা জেলা পরিষদের প্রশাসক আলহাজ্ব গোলাম রসুল, উপদেষ্টা পরিষদের সদ্য গোলাম মোস্তফা, সভাপতি হাসেম আলী, সহসভাপতি আকবর আলী বিশ্বাস, সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী সদস্য সোমেল রানা, সাদরুল ইসলাম নাহিদসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশক সমিতির নেতৃবৃন্দ তাকে ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দন জানান।

উল্লেখ্য, নবনির্বাচিত মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়নের প্রথম চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান মতিউর রহমান। তিনি স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা।

ভোট গণনা শেষে একটি বিশস্থ সূএ থেকে বেসরকারীভাবে এ ফলাফল পাওয়া গেছে।

নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়নে মোট ভোটার ১৭ হাজার ৩৫৮ জন। ইউনিয়নের ৯ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
ইউনিয়নে ৭ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী, সাধারণ সদস্য পদে ৪৫ ও সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্ব›দ্বীতা করেন।

দ্বিতীয়বারের মত মেয়র নির্বাচিত হলেন মাহফুজুর রহমান রিটন

মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় বারের মত বেসরকারীভাবে মেয়র নির্বাচিত হলেন আওয়ামীলীগ মনোনী প্রার্থী মাহফিজুর রহমান রিটন।

ভোট গণনা শেষে মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার মেহেদী হাসান এ ফলাফল ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর পৌর সভায় মোট ভোটার ৩৫ হাজার ২০২ জন। পৌরসভার ২০ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
পৌরসভায় সাধারণ সদস্য পদে ৪৩ ও সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্ব›দ্বীতা করেন।
বিস্তারিত আসছে—-

পিরোজপুর ইউনিয়নে বাবলু বিশ্বাস আবারো চেয়ারম্যান

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বেসরকারীভাবে আবারো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামীলীগ মনোনী প্রার্থী আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস। একটি বিশস্থ সূত্রে

বেসরকারীভাবে এ ফলাফল পাওয়া গেছে।

পিরোজপুর ইউনিয়নে মোট ভোটার ১৯ হাজার ২৩৭ জন। ইউনিয়নের ১০ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়নে ৩ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী, সাধারণ সদস্য পদে ৩৫ ও সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্ব›দ্বীতা করেন।

নবগঠিত বারাদী ইউনিয়নের প্রথম চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বেসরকারীভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী মোমিনুল ইসলাম।

তিনি সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের ভাইসটেয়ারম্যান ছিলেন।

নবগঠিত বারাদী ইউনিয়নে মোট ভোটার ১৯ হাজার ৪২৮ জন। ইউনিয়নের ৯ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
ইউনিয়নে ৬ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী, সাধারণ সদস্য পদে ৪৩ ও সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্ব›দ্বীতা করেন।

আমঝুপি ইউনিয়নে হ্যাট্রিক চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন

আহম্মেদ চুন্নু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বেসরকারীভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামীলীগ মনোনী প্রার্থী বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু ।

তিনি পেয়েছেন ৮ হাজার ৫২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বদ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম (ঘোড়া মার্কা)পেয়েছেন ৭ হাজার ৪৬৫ ভোট। এছাড়া আন্তজার্তিক সুপার মডেল আসিফ আজিম (আনারস প্রতীকে) পেয়েছেন ৩ হাজার ৯৩৪ ভোট।

একটি বিসস্থ সূত্রে থেকে এ ফলাফল পাওয়া গেছে।

আমঝুপি ইউনিয়নে মোট ভোটার ২৮ হাজার ৭৪৩ জন। ইউনিয়নের ১৫ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি। এর আগে তিনি দুবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।